জৈন সম্মত সৎ, দ্রব্য, পর্যায় ও গুণ

জৈনরা সত্তা বা সতের লক্ষণ দিয়েছেন, ‘উৎপাদব্যয়ধ্রৌবসংযুক্তম্ সৎ’ অর্থাৎ যা উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশশীল, তাই সৎ দ্রব্য। অনেকান্তবাদী জৈন মতে, কোন সৎ বস্তু সদসদাত্মক। সৎবস্তু একান্ত সৎ নয়, আবার একান্ত অসৎও নয়। স্ব-রূপে তা সৎ। আবার পররূপে তাহা অসৎ। সৎবস্তু অভিলাপযোগ্য, আবার তাহা অভিলাপযোগ্য নয়ও। জৈনমতে যেকোন সৎ বস্তু অনন্তধর্মবিশিষ্ট।

সৎ দ্রব্য একাধারে যেমন নিত্য, তেমনি অন্যধারে অনিত্যও। কোন একটি দিক সৎ দ্রব্য সম্পর্কে পূর্ণসত্য নয়। যে কোনও সৎ বস্তু নানা ধর্ম ও পর্যায় বিশিষ্ট। সৎ বস্তু দ্রব্য। পর্যায়সমূহ দ্রব্যের সহভাবী ও ক্রমভাবী। ধর্ম দ্রব্যের স্বভাবগত ও অপরিমিত। ধর্ম ও পর্যায়সমূহ অতীত, বর্তমান ও ভাবীকালের বিষয়। এরা ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয়ই হয়। যেমন একটি সৎ বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করতে হলে তার ভাবাত্মক ধর্মের জ্ঞানের প্রয়োজন। যেমন একটি মানুষের স্বরূপ জানার জন্য তার ভাবাত্মক ধর্ম - আকার, বর্ণ, ওজন, আয়তন, জাতীয়তা, শিক্ষা, পেশা, জন্মস্থান, জন্মকাল, নিবাস, বয়স ইত্যাদি জানা একান্ত প্রয়োজন। তেমনি জগতের অপরিসংখ্যেয় বস্তুর সঙ্গে সেই মানুষটির সম্বন্ধ ও সম্বন্ধজনিত ধর্মও জানা প্রয়োজন।

কারণ যে কোনও সৎবস্তু যেমন স্ব-রূপে অস্তিত্বশীল, তেমনি স্বভিন্ন অন্যরূপে অস্তিত্বশীল নয়। যদি বস্তুটি স্বরূপে ও পররূপে সৎ হত, তাহলে তার স্বরূপ বলে কিছু থাকত না। তাই জৈনগণ বলেন, কোন সৎবস্তু জানতে গেলে, তা স্বরূপত যা নয় অর্থাৎ অন্যান্য সকল বস্তুর সাথে তার পার্থক্যও জানা প্রয়োজন। একটি মানুষের সামগ্রিক স্বরূপ জ্ঞানের জন্য তার থেকে ভিন্ন যাবতীয় বস্তুর সাথে তার ব্যবৃত্তি জানা আবশ্যক। যেমন যদি সে ভারতীয় হয়, তাহলে তার ভারতীয়ত্ব সামগ্রিকভাবে জানার জন্য সে যে অন্য কোন দেশীয় নয়, তাও সাথে সাথে জানা প্রয়োজন। কিংবা সে যদি যুবক হয়, তার যুবকত্ব জানার জন্য জানা প্রয়োজন যে, সে বৃদ্ধ কিংবা শিশু নয়। সৎ বস্তুর ভাবাত্মক ধর্মের তুলনায় তার অভাবাত্মক ধর্মের সংখ্যা অনেক বেশী।

জৈনমতে যে কোনও সৎ বস্তু অনন্তধর্মবিশিষ্ট। তাই সীমাবদ্ধ ও দুষ্ট সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা কোনও বস্তুরই সম্পূর্ণ জ্ঞান হতে পারে না। যিনি 'জিন' (জয়ী) বা সর্বজ্ঞ, তিনিই কোনও একটি বস্তুর সম্যক ও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। জৈনগণ বলেন বস্তুত কোন একটি বস্তুকে সম্যকভাবে জানলে সর্বকাল ও সর্বদেশের সকল বস্তুর সম্যক জ্ঞান লাভ হয়। আবার, সকল বস্তুর সম্যক জ্ঞান হলেই, একটি বস্তুর সম্যকজ্ঞান লাভ হয়।(''যঃ একং জানাতি স সর্বং জানাতি। যঃ সর্বং জানাতি স একং জানাতি।।'')

জৈনমতে যেকোনও সৎ বস্তুকে তিনভাবে জানা যায় ঃ দুর্নীতি, নয় ও প্রমাণ। একটি আংশিক সত্য জ্ঞানকে সামগ্রিক সত্য বলে গ্রহণ করা ‘দুর্নীতি’। যেমন বস্তু সৎই - এই জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা দুর্নীতি। আপেক্ষিক কিংবা নিরপেক্ষ মনে না করে কোন জ্ঞান হলে, তাকে ‘নয়’ বলে। একটি আংশিক সত্য জ্ঞানকে আংশিক সত্য কিংবা আপেক্ষিক সত্য বলে জানাকে ‘প্রমাণ’ বলে। ‘স্যাৎ’ নামক শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে একটি ‘নয়’ প্রমাণে পরিণত হয়।

জৈন দ্রব্য, গুণ ও পর্যায় তত্ত্ব ঃ

জৈন দার্শনিকগণের প্রমেয়তত্ত্বের আলোচনায় আমরা দ্রব্য তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি। জৈন তত্ত্বসূত্রে দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'গুণপর্যায়বৎ দ্রব্যম্' অর্থাৎ যা গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট তাই দ্রব্য। জৈন দার্শনিকগণ দ্রব্যের যেভাবে বিভাগ করে আলোচনা করছেন, আমরা নিম্নরূপভাবে তা আলোকপাত করছি। তাঁদের মতে দ্রব্য দুই প্রকার ঃ অস্তিকায় ও অনস্তিকায়। জীব, আকাশ, ধর্ম, অধর্ম ও পুদ্গল - এই পাঁচটি অস্তিকায় দ্রব্য। এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। তাদের 'স্থিতি' বোঝবার জন্য 'অস্তি' শব্দের ব্যবহার করা হয়। আবার, এরা প্রত্যেকেই অনেক স্থান ব্যাপ্ত করে থাকে বলে শরীরের মত। তাই তাদের বোঝানোর জন্য 'কায়' শব্দের ব্যবহার করা হয়।

জীব কিন্তু দুই প্রকার ঃ সংসারী বা বদ্ধ জীব এবং মুক্ত জীব। জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভ্রমণশীল জীব সংসারী। সংসারী জীব আবার দুই প্রকার ঃ সমনস্ক ও অমনস্ক। সংজ্ঞাযুক্ত জীব সমনস্ক। সংজ্ঞা হল শিক্ষা (অন্যের উপদেশ), ক্রিয়া, আলাপের গ্রহণ ও ব্যবহার ইত্যাদি। যে জীব এই সংজ্ঞাযুক্ত নয়, সে অমনস্ক। অমনস্ক জীব আবার দুই প্রকার ঃ ত্রস ও স্থাবর। ত্রস জীব আবার চার প্রকার ঃ দুই, তিন, চার ও পাঁচ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যথা, ১) স্পর্শ ও রসনেন্দ্রিয়যুক্ত ঃ শঙ্খ, শুক্তি, কৃমি প্রভৃতি। ২) স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়যুক্ত ঃ পিপীলিকা, জোঁক ইত্যাদি। ৩) স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও চক্ষুরিন্দ্রিয়যুক্ত ঃ মাছি, মৌমাছি ও ডাঁশ ইত্যাদি। ৪) স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ চক্ষু ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়যুক্ত ঃ মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদি। পৃথিবী, জল, আগুন, বাতাস ও বনস্পতি স্থাবর পদার্থ। পথের ধূলিকণা ‘পৃথিবী’ ইঁট প্রভৃতি ‘পৃথিবীকায়’। যে পৃথিবীকে কায়রূপে গ্রহণ করে সে পৃথিবীজীবী। এইভাবে অপকায়িক, তেজঃকায়িক ইত্যাদি অপজীব ও তেজো জীব প্রভৃতি ভেদের কথা বলা হয়েছে।

পৃথিবী প্রভৃতিকে যারা কায়রূপে গ্রহণ করে অথবা করবে, তারা স্থাবর জীব। পৃথিবী বা পৃথিবীকায়মাত্র জীব নয়। স্থাবর জীবসমূহ শুধুমাত্র স্পর্শ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যে জীব আর জন্মান্তর লাভ করবে না, সে মুক্ত। ধর্ম, অধর্ম ও আকাশ 'অস্তিকায়'। এরা প্রত্যেকে একক পদার্থ, নিষ্ক্রিয় এবং বিভিন্ন দ্রব্যের এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনের হতু। ধর্ম ও অধর্ম লোক প্রসিদ্ধ বস্তু। আলোক দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশকে 'লোকাকাশ' বলে। লোকাকাশের সর্বত্রই ধর্ম ও অধর্ম অবস্থান। গতি ও স্থিতির গ্রহণ দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের গ্রহণ হয়। পদার্থমাত্রের গতি স্থিতি থেকে ধর্ম ও অধর্মের অনুমান করা হয়। ধর্ম ও অধর্ম নিজেরা কিন্তু নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার। তাই এদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। জৈনগণ অবশ্য ধর্ম ও অধর্ম-কে যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ অর্থে ব্যবহার করেননি। ধর্মের অর্থ 'গতি', আর অধর্মের অর্থ 'স্থিতি'। ধর্ম বস্তুর গতিকে সাহায্য করে। আর অধর্ম বস্তুর স্থিতিকে সাহায্য করে। বস্তুর গতি স্থিতি ধর্ম ও অধর্মের জন্য হয়ে থাকে। ধর্ম ও অধর্ম সর্বত্র ব্যাপ্ত। তাই তাদের 'অস্তিকায়' বলা হয়। একটি বস্তুর প্রদেশে বা স্থানে বা জায়গায় অন্য বস্তুর প্রবেশকে 'অবগাহ' বলা হয়। অবগাহের হেতু আকাশ।

‘পুদ্গল’ অর্থাৎ জড়দ্রব্য স্পর্শ, রস, গন্ধ ও বর্ণ বিশিষ্ট। (স্পর্শ আট প্রকার ঃ কঠোর, মৃদু, লঘু, গুরু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ্ম। ‘রস’ আবার পাঁচ প্রকার ঃ তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল ও মধুর। গন্ধ দুই প্রকার ঃ সুরভি ও অসুরভি। বর্ণ পাঁচ প্রকার ঃ কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল)। ‘পুদ্গল’ দু-প্রকার। অণু ও স্কন্ধ(সংঘাত)। অণু অতি সূক্ষ্ম। তার গ্রহণ, ধারণ, নিক্ষেপণ প্রভৃতি সম্ভব নয়। তাই তা ভোগের অযোগ্য। দ্বণুক প্রভৃতি স্কন্ধ।(দুটি অণুর সংঘাতে দ্বণুক উৎপন্ন হয়)। এই সকল স্কন্ধ বিশ্লেষণ করলে অণু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও বিশ্লেষণ ও সংঘাত উভয়ে প্রয়োগে স্কন্ধ উৎপন্ন হয়। যা বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট হয় তাকে ‘পুদ্গল’ বলা হয়।

কাল অস্তিকায় নয়। কারণ তা স্থান ব্যাপে থাকে না। তবুও কাল একটি দ্রব্য বলে জৈন দর্শনে স্বীকৃত। দ্রব্যের লক্ষণ কালে বিদ্যমান। দ্রব্যের লক্ষণ কালে বিদ্যমান থাকায় কাল একটি দ্রব্য। যা দ্রব্যের আশ্রয় অথচ নিজের কোন গুণ থাকে না, তাই গুণ (দ্রব্যাশ্রয়া নির্গুণা গুণাঃ)। যেমন জীব একটি দ্রব্য। জ্ঞানত্ব প্রভৃতি তার ধর্ম বা গুণ। পুদ্গল দ্রব্য। রূপত্ব(বর্ণ) প্রভৃতি তার সাধারণ গুণ। ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কাল হল দ্রব্য। ধর্মে গুণ গতি, অধর্মের গুণ স্থিতি। আকাশের গুণ অবগাহ। আর কালের গুণ হল বর্তনা। (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের কোন বিশেষ অবস্থাযুক্তরূপে বস্তুর বর্ণনা সম্ভব যার সাহায্যে তাকেই ‘বর্তনা’ বলে)।

বিভিন্ন দ্রব্যের উক্ত প্রকারে অবস্থার পরিণতিকে ‘পর্যায়’ বলে।(জৈন দর্শনে দ্রব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তার সাথে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য প্রায় একই। পার্থক্য হল, জৈন মতে যা পর্যায়, ন্যায়মতে তা কর্ম বা ক্রিয়া। অবশ্য জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্র পর্যায়কে কর্মই বলেন। ‘অভিধানরত্নমালা’য় দ্রব্যের লক্ষণ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে ধর্মের সাহায্যে একটি দ্রব্যকে অন্য দ্রব্য থেকে পৃথক করা যায়, তাই ‘গুণ’। যেমন জ্ঞানত্ব গুণ। কারণ তার দ্বারা জীবকে পুদ্গল প্রভৃতি অজীব থেকে আলাদা করা যায়। যেমন রূপত্ব প্রভৃতি গুণ। কারণ তার দ্বারা পুদ্গলকে অন্য দ্রব্য থেকে পৃথক করা যায়। গুণ দ্রব্যেই আশ্রিত। পর্যায় ক্রমভাবী। পর্যায় দ্রব্যে ক্রমশ উৎপন্ন হয়। দ্রব্যের বিশেষ অবস্থা ‘পর্যায়’।

ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি জীবের পর্যায়। শ্বেত, কৃষ্ণ প্রভৃতি পুদ্গলের পর্যায়। দ্রব্যের অবস্থাবিশেষের নাম পর্যায়। তাই তাতে গুণও থাকে। জৈনগ্রন্থ 'বৃহৎদ্রব্যসংগ্রহে' বলা হয়েছে, ১) সহভাবী ধর্ম গুণঃ; ২) ক্রমভাবী ধর্ম পর্যায়ঃ। দ্রব্যের সাথে উৎপন্ন ধর্ম গুণ। যেমন জীবের গুণ 'উপযোগ', পুদ্গলের গুণ 'গ্রহণ'। ধর্ম অস্তিকায়ের গুণ 'গতির উৎপত্তি', আর অধর্ম অস্তিকায়ের গুণ 'স্থিতির উৎপত্তি', কালের গুণ 'সত্তার উৎপত্তি' ইত্যাদি। গন্ধ দ্রব্যের সাথেই উৎপন্ন হয়, ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় না। দ্রব্যে ক্রমে উৎপন্ন ধর্ম 'পর্যায়'। যেমন জীবের পর্যায় নরক প্রভৃতি। পুদ্গলের পর্যায় রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি। ধর্ম, অধর্ম ও আকাশের পর্যায় 'অভিব্যক্তি'।

কালের গুণ ‘বর্তনা হেতুত্ব’। ‘বর্তন’-এর অর্থ ‘ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও অবস্থায় দ্রব্যের বিদ্যমানতা’। যেমন ভাতের রূপে চালের; দধি রূপে দুধে; কাণ্ড, পত্র, ফুল, ফল রূপে বীজাঙ্কুরের থাকা। কিংবা জীর্ণ-শীর্ণ বস্তুর রূপে নবীন বস্তুর থাকা। এই বর্তনার কারণ কাল)।

দ্রব্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণাম - ইহাই দ্রব্যের পর্যায়। যেমন জীবের ঘট প্রভৃতির ‘জ্ঞান’, ‘সুখ’, ‘ক্লেশ’ প্রভৃতি জীবের পর্যায়। এগুলি জীবের অবস্থার পরিণতি। পুদ্গলের পর্যায় ‘মৃৎপিণ্ডবৎ’, ‘ঘট’ প্রভৃতি। এগুলি পুদ্গলের অবস্থার পরিণতি। গতি ইত্যাদি ধর্ম প্রভৃতির পর্যায়। কারণ গতি প্রভৃতি ধর্ম প্রভৃতির অবস্থার পরিণতি। আর এইভাবে দেখান হয় যে দ্রব্য ছয় প্রকার।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ